Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.10-13
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘আবর্তের সম্মুখে’: অবক্ষয়িত মূল্যবোধের বেড়াজালে মানবজীবন

দেবস্মিতা ব্যানার্জী
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
In the era of capitalist globalization, self-centered mentality is especially noticeable among people. Everyone is always busy with their self improvement. Everyone is trapped in a rat race from the start of the day until they go to bed at night. As a result, everyone is always engrossed in the thought of envy-hate-religion-planning-conspiracy-self-improvement. Mutual sincerity is almost extinct today. Even families are being torn apart. Degradation of values is also observed among family members. As a result of which the ineffective elders of the family are becoming neglected, unloved and unwanted in their own family day by day. The reflection of which has gained clarity in the short story 'Awartar Sammukhe' created by the writer Hasan Azizul Haque. The discussion in detail is the main goal.

Keywords: Awartar Sammuk Values Degradation Human Life.

পরিবার হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে মানুষ যেমন একটি অপরিহার্য উপাদান; ঠিক তেমনই একটি সুষ্ঠু পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি সদস্যের অবস্থান ও অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে পিতা-মাতা-শিশুর যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৃদ্ধ মানুষদেরও। কারণ কখনো কখনো জীবন নদীতে সুরক্ষিত থাকার নিমিত্তে এই বয়োঃজ্যেষ্ঠ মানুষগুলির অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র সহায় হয়ে ওঠে। সুতরাং সেদিক থেকে এই বৃদ্ধ মানুষদের গুরুত্বও কিছু কম নয়। কিন্তু বার্ধক্যের বশবর্তী হওয়ায় তাদের কর্ম ক্ষমতা কমে যাওয়ার জন্য এবং আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশের কারণে এই বৃদ্ধ মানুষরা আজ সংসারে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অনাদৃত। ব্যস্তময় জগৎ তাদের জীবনকে প্রায় নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। এমন কি তাদের সঙ্গে কথা বলার ও সহমর্মিতা প্রকাশ করার মানুষের আজ বড় অভাব। তাই তারা অত্যন্ত অসহায়বোধ করার সাথে সাথে মানসিকভাবে বিপর্যস্তও হয়ে পড়ে। সেই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র মৃত্যুকেই তাদের বড়ও আপন মনে হয়। তাই বারে বারে কামনা করতে থাকে ও প্রমাদ গুণতে থাকে নিজের সেই অন্তিম মুহূর্তের। সন্তানের নিকট আগাছার ন্যায় আচরণ পাওয়ার পরেও, তাদের কিন্তু সন্তানের প্রতি অপত্যস্নেহের কোনোরূপ ঘাটতি হয় না। বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার কারণে তারা সমস্ত অবহেলাকে উপেক্ষা করে, সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে মেনে নিয়ে থেকে যায় নিজ সন্তানের কাছেই। বলাবাহুল্য, বৃদ্ধদের মন শিশুর মতো। সন্তানের সামান্যতম যত্ন-ভালোবাসা তাদের জমে থাকা অভিমানের স্তূপকে নিমেষে বিগলিত করে দেয়। কিন্তু ব্যস্ততা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ, পুঁজিবাদী মানসিকতা সন্তানদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের সাহচর্য থেকে। যে সন্তানদের তারা তিলে তিলে বড় করে তোলে তাদের

কাছেই বৃদ্ধ বয়সে তারা অবাঞ্ছিত, অপাঙক্তেয় হয়ে ওঠে। যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক। এরূপ ঘটনা বর্তমানকালে অল্পবিস্তর প্রায় বেশিরভাগ পরিবারেই লক্ষিত হয়। যার কখনো কখনো সাক্ষ্য মেলে বিভিন্ন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। সুতরাং মানব সমাজ আজ উন্নতির শিখর স্পর্শ করলেও নিজের সংস্কার মূল্যবোধ ও মানবিকতার ক্ষেত্রে অবনতির পথে ধাবিত হচ্ছে — যা অত্যন্ত দুঃখজনক এক ঘটনা। যে সংসারে সকলের অস্তিত্বকে মান্য করা হয়, কিন্তু যাদের কারণে সেই সংসার গড়ে উঠেছে তাদের সঙ্গকে বিষবৎ বলে জ্ঞান করে অবজ্ঞা করা হয় সেখানেই ঘটে থাকে মানবিকতার চরম অপমান। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদ্য। যা বিশ শতকের ষাটের দশকে আবির্ভূত মানবদরদী কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে কাহিনি রূপে স্থান পেয়েছে উক্ত বিষয়টি।

লেখকের "সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য" (১৯৬৪) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'আবর্তের সম্মুখে' ছোটগল্পটিতে স্থান পেয়েছে একজন বিপত্নীক, বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত, অবসরপ্রাপ্ত জজ বারী সাহেবের পারিবারিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং তার মর্মান্তিক পরিণতির আখ্যান। গল্পটি শুরু হয়েছে বার্ধক্যজনিত সমস্যা অনিদ্রার কারণে ভোর চারটের পর আর ঘুম না আসার তথ্য প্রদানের মাধ্যমে। তার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হয়েছে কাশির সমস্যা, যা বৃদ্ধকে অতিষ্ট করে তুলেছে — "যে কাশিটাকে তিনি বারবার ঘৃণা করে এসেছেন সেই কাশিটাই আচমকা এসে পড়ে। মাত্র ঘন্টা দুই হৃৎপিণ্ডটিকে নির্বিঘ্নে চলবার সুযোগ দিয়ে কাশিটি পাঁজরে আশ্রয় নিয়ে শক্তি সংগ্রহ করে। ঠিক চারটের কাছাকাছি এসে লাফ দিয়ে পড়ে সে তার আক্রমণ চালায়। বৃদ্ধ বারীর পাঁজরগুলো খুলে পড়ার উপক্রম হয়। ঘোলাটে চোখ দুটি ছিটকে কপাল থেকে বেরিয়ে পড়তে চায়। তাঁর কুৎসিত মুখটি বীভৎস হয়ে ওঠে।"[১] লেখকের এই বর্ণনা থেকে বৃদ্ধের কাশিজনিত কষ্ট সহজেই অনুভূত হয়, যা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। কিন্তু তার অপত্যদের কাছে বারী সাহেবের এই যন্ত্রণার শব্দ পৌঁছায় না। কারণ তারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তবুও বারী সাহেব অধীর আগ্রহে তাদের রুদ্ধ দ্বারগুলির দিকে চেয়ে বসে থাকেন সামান্য সহানুভূতির আশায় — "এত বড় বিরাট একটা সংসার—হ্যাঁ, সচ্ছল নিরুদ্বেগ একটা সংসার। কিন্তু এখন বাড়িটা যেন পরিত্যক্ত মৃতের বাড়ি। আর বারী বসে আছেন যখের মতো। নিঃসঙ্গ, একাকী, ভীষণভাবে আতঙ্কিত। কখন ওরা উঠবে, কখন এ-ঘরে আসবে, তাঁর শরীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে, বারী আন্দাজ করতে পারেন না।"[২] কিন্তু বৃদ্ধের এই আশা পূরণ না হওয়ায় তিনি ব্যথিত চিত্তে উপলব্ধি করেন — "...ওরা বোধহয় আর কেউ উঠবে না। ...আর পঁচিশ হলেই শতায়ু হতে পারি কিন্তু তাতে আমারই-বা কি লাভ আর পৃথিবীরই-বা কি এসে যাবে?"[৩] এই হীনমন্যতাবোধই তাদের মনোজগতকে অত্যন্ত পীড়া দেয় সাথে সাথে শারীরিক কষ্টকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে পূর্ণ হতে থাকে অভিজ্ঞতার ঝুলি। যা বৃদ্ধ বয়সের একাকীত্বের একমাত্র সাথী। তবে স্মৃতিচারণ করার সময় আনন্দঘন মুহূর্তের মাঝে মাঝে বেশি করে উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখা যায় তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলিকে। ঠিক যেমন, 'আবর্তের সম্মুখে' ছোটগল্পে বারী সাহেবের স্মৃতিপটে মাঝে মাঝেই ফুটে উঠেছে তার ছোটমেয়ে মিলির উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করার দৃশ্যটি। যাকে তিনি উপেক্ষা করে মিলির সঙ্গে কাটানো শুধুমাত্র সুখকর-স্নেহপূর্ণ স্মৃতিগুলিকেই মনে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু বৃদ্ধের সম্মুখে বারে বারে ফিরে এসেছে বিধবা মিলির নিমগাছের মোটা ডাল থেকে বাসন্তী রঙের শাড়ির প্যাঁচ গলায় লাগিয়ে ঝুলে থাকার ও তার লাশের বারবার পাক খাওয়ার দৃশ্য। যা তাকে বেদনাগ্রস্ত করে তুলেছে। আরো তার সাথে বারী সাহেবের মনে পড়েছে ছোট ছেলের কথা। যে বর্তমানে তাদের সঙ্গে থাকে না। আর ভবিষ্যতেও তার

না থাকার আশঙ্কাই প্রবল। যার সাক্ষ্য মেলে বৃদ্ধের উক্তিতে — "বারীর এই চল্লিশ বছরের বাড়িটা সে পছন্দ করে না। সে বাড়ি চায় না, একটা বাংলোর স্বপ্ন দেখে।"[৪] তবে বারী সাহেবের এই দুই সন্তান তার কাছে না থাকলেও বাকি দুজন পুত্র যথা— শাকুর ও রুহুল স্ত্রী-সন্তানসহ সেই বাড়িতেই অবস্থান করে। আর তাদের সাথে থাকে বিধবা বড় মেয়ে রাহেলা ও তার সন্তান-সন্ততি এবং ছোটমেয়ে মিলির পুত্র নাজিম। তবে এরা সকলেই বৃদ্ধ বারীর প্রতি উদাসীন। কখনো কখনো বড় পুত্র শাকুর মন্তব্যে তার বৃদ্ধ পিতার জন্য সহানুভূতির প্রকাশ ঘটলেও শেষ পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর দেখানো পথ অনুসরণ করে একই শহরের অন্যত্র স্থানে গিয়ে সংসার পেতেছে। যার দ্বারা সংসার ভাঙনের চিত্রটি স্পষ্ট প্রতিফলিত।

বড় বৌমা নাজমার তিক্ত ব্যবহার, সম্পত্তির জন্য বড় মেয়ের বৃদ্ধ পিতার প্রতি মিষ্ট ব্যবহারের অভিনয় এবং সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে মেজ ছেলে ও তার স্ত্রীর রূঢ় ব্যবহার বারী সাহেবের বৃদ্ধকালকে পুরোপুরিভাবে নিঃসঙ্গ করে তোলার সাথে সাথে তাকে হতাশাগ্রস্তও করে তুলেছে। তাই মেজ ছেলে রুহুলের ঘরের দিকে তাকিয়ে তিনি অনুভব করেছেন — "ওরা আছে ও ঘরে। আর ও ঘরের বাতাসে আছে এক বিষাক্ত হিংসা আর ঘৃণা।"[৫] তবে এরই সঙ্গে সঙ্গে রাহেলার মিষ্ট ব্যবহারের অভিনয়ের কথা তার স্মরণে এলে তিনি ব্যথাতুর চিত্তে বলে উঠেছেন — "কেউ নেই। কত একা। এখনও পঁচিশ বছর শতায়ু হতে। পঁচিশ বছরের অখণ্ড নিঃসঙ্গতা, অসহায় নিঃসঙ্গতা, নিরুপায় নিঃসঙ্গতা!"[৬] তিনি তার এই গভীর নিঃসঙ্গ অবস্থার সঙ্গে ছোটমেয়ের পুত্র নাজিমের নিঃসঙ্গতার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার পর মুহূর্তেই জানতে পারেন — শুধুমাত্র তিনিই নিঃসঙ্গ। এর কারণ স্বরূপ জানা যায়, বারী সাহেবের বাড়ির অল্পবয়সী চাকরানির সঙ্গে নাজিমের এক গভীর ভালোবাসার সম্পর্কের কথা। তাই তার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ছন্দোময় জীবনে কোথাও বৃদ্ধ বারীর স্থান নেই। যা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মূল্যবোধের অবক্ষয় চিত্রটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এ সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য পোষণ করেছেন ড. চন্দন আনোয়ার তাঁর "হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য: বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল" গ্রন্থে — "আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশের কারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষ ঘটে। স্বপ্ন ও উপার্জনের টানাপোড়েন, আত্মসুখপ্রবণতা, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, আত্মদ্বন্দ্ব, অন্যের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছা ও সর্বোপরি পলায়নপর মনোবৃত্তির কারণে নাগরিক মধ্যবিত্তের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন ভেঙে পড়ার দৃশ্য হরহামেশাই দেখা যায়। এই সংকট মধ্যবিত্তের ভেতরের প্রধান সংকট।"[৭] আর বলাবাহুল্য যে, এই সংকটই বারী সাহেবকে জীবনসায়াহ্নে এসে হতাশা, দুঃখ, একাকীত্ব ও যন্ত্রণার পথে ঠেলে দিয়েছে। তাই মৃত্যুর পূর্বে বারী সাহেবের উপলব্ধি — "আমরা পিতারা, বৃদ্ধেরা এখন আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা। অথচ এই বাড়ির এতগুলো মানুষের অস্তিত্বের কারণ আমি এবং এতগুলো মানুষকে সংসারে ডেকে আনার উপলক্ষ আমি!"[৮] উক্তিটির মাধ্যমে বার্ধক্য কবলিত জীবনের এক চিরন্তন সত্য উৎঘাটিত হলেও, এটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

সুতরাং সংবেদনশীল কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তাঁর রচিত 'আবর্তের সম্মুখে' ছোট গল্পটিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একজন বৃদ্ধের বার্ধক্যকালীন অসহায়তা, মানসিক পরিস্থিতি ও তার মনের কথা প্রাণের কথাকে ব্যক্ত করার সাথে সাথে বর্তমানকালের পরিবারের সদস্যদের নৈতিকবোধের ক্ষয়িষ্ণু দিকটিকেও স্পষ্টভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই সম্পর্কে সমালোচক আবু জাফরের মন্তব্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক — "এ গল্পে অবক্ষয় আছে, আছে অবক্ষয়কেন্দ্রিক নতুন মাত্রা। জন্মদাতা পিতার প্রতি সন্তানদের শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং তাঁদের প্রতি সন্তানদের দায়িত্ব আমাদের দেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে যেন দ্রুত মুছে যাচ্ছে। সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (individualism) অনুপ্রবেশ জন্মদাতা পিতামাতা থেকে

সন্তানদেরকে হৃদয়হীনভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। পুঁজিবাদী সমাজ জীবনে বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের জন্য এ যেন ভয়াবহ এবং এক দুর্মোচ্য অভিশাপ — চূড়ান্ত অবক্ষয় থেকেই এ — অভিশাপের জন্ম।"[৯]

তথ্যসূত্র:

১। হক হাসান আজিজুল, গল্পসমগ্র ১, 'আবর্তের সম্মুখে', পৃষ্ঠা - ৯৭।
২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৮।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৮।
৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০১।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৬।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৬।
৭। আনোয়ার চন্দন, "হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল", পৃষ্ঠা - ২০৬।
৮। হক হাসান আজিজুল, গল্পসমগ্র ১, 'আবর্তের সম্মুখে', পৃষ্ঠা - ১০০।
৯। জাফর আবু, "হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা", পৃষ্ঠা - ৩৩।